ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়

কুবলয়াপীড় বধ

শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে রাজকীয় হস্তী কুবলয়াপীড়কে বধ করে বলরাম সহ মল্লক্রীড়া স্থলে প্রবেশ করলেন এবং মল্লযোদ্ধা চাণূরকে শ্রীকৃষ্ণ যা বললেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রভাতকালীন ধর্মীয় আচরণাদি সমাপনের পর কৃষ্ণ ও বলরাম মল্লক্রীড়া আরম্ভের দুন্দুভি নিনাদ শ্রবণ করে তাঁরা সেই উৎসব দর্শনে গমন করলেন। মল্লক্রীড়া স্থলের প্রবেশদ্বারে তাঁরা কুবলয়াপীড় নামক এক হস্তীর সম্মুখীন হলেন, যে তার মাহুতের প্ররোচনায় কৃষ্ণকে আক্রমণ করেছিল। শক্তিশালী সেই হাতীটি তার শুঁড় দিয়ে কৃষ্ণকে ধারণ করলে ভগবান তাকে প্রত্যাঘাত করে তার চারি পায়ের মধ্যে অন্তর্হিত হলেন। কৃষ্ণকে দেখতে না পেয়ে ক্রুদ্ধ কুবলয়াপীড় তার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুসন্ধান করে আবার তাঁকে ধরে ফেলল। কিন্তু কৃষ্ণ বলপূর্বক নির্গত হলেন। এইভাবে কুবলয়াপীড়কে ক্রমাগত লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত করে তার একটি দাঁত উপড়ে নিয়ে তাকে ও তার মাহুতকে কৃষ্ণ প্রহার করতে করতে সংহার করলেন।

গজ রক্তে সিক্ত এবং একটি গজদন্তকে অস্ত্রের মতো তাঁর স্কন্ধে বহনকারী শ্রীকৃষ্ণ যখন অপূর্ব শোভায় শোভিত হয়ে মল্লক্রীড়া স্থলে প্রবেশ করলেন, তখন বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষেরা কৃষ্ণের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ অনুযায়ী তাঁকে বিভিন্নভাবে দর্শন করল।

কৃষ্ণ ও বলরাম কিভাবে কুবলয়াপীড়কে হত্যা করেছে, সেই কথা শ্রবণ করে তাঁদের অপরাজেয় হৃদয়ঙ্গম করে রাজা কংস অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল। অপরপক্ষে, দর্শকবৃন্দ হর্ষোৎফুল্ল হয়ে পরস্পরকে ভগবানের অদ্ভুত লীলাদির কথা স্মরণ করাতে লাগল। জনসাধারণ বলতে লাগল যে, কৃষ্ণ ও বলরাম অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের দুই অংশপ্রকাশ, যাঁরা বসুদেবের গৃহে অবতরণ করেছেন।

চাণূর তখন এগিয়ে এসে কৃষ্ণ ও বলরামকে মল্লযুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করে বলল যে, রাজা কংস এই রকম একটি ক্রীড়া দর্শন করতে ইচ্ছুক। কৃষ্ণ তার উত্তরে বললেন, "যদিও আমরা অরণ্যচারী মানুষ, তবুও আমরা রাজারই প্রজা। তাই মল্লযুদ্ধের প্রদর্শনীর মাধ্যমে তাকে সন্তুষ্ট করতে আমরা দ্বিধা করব না।" এই কথা শোনামাত্রই চাণূর প্রস্তাব করল যে, কৃষ্ণ তার সঙ্গে মল্লযুদ্ধে লড়াই করুক এবং বলরাম মল্লযুদ্ধে লড়ুক মুষ্টিকের সঙ্গে।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অথ কৃষ্ণশ্চ রামশ্চ কৃতশৌচৌ পরন্তপ ।
মল্লদুন্দুভিনির্ঘোষং শ্রুত্বা দ্রষ্টুমুপেয়তুঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—অতঃপর; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণ; **চ**—এবং; **রামঃ**—বলরাম; **চ**—ও; **কৃত**—পালন করে; **শৌচৌ**—শৌচ; **পরম-তপ**—হে শত্রু বিনাশক; **মল্ল**—মল্লক্রীড়ার; **দুন্দুভি**—দুন্দুভির; **নির্ঘোষম্**—নিনাদ; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **দ্রষ্টুম্**—দর্শন করার জন্য; **উপেয়তুঃ**—তাঁরা গমন করলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে পরন্তপ, কৃষ্ণ ও বলরাম সকল প্রয়োজনীয় শৌচ সম্পাদন করে, মল্লক্ষেত্রের দুন্দুভি নির্ঘোষ শ্রবণ করে, কী হচ্ছে তা দর্শন করার জন্য সেখানে গমন করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী *কৃত-শৌচ* অর্থাৎ "সকল প্রয়োজনীয় শুদ্ধি-সম্পাদনপূর্বক" শব্দটি এইভাবে বিশ্লেষণ করছেন—"বীরোচিত কর্মজনিত তাঁদের অপরাধ থেকে মুক্ত হবার জন্য দু'দিন আগেই কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁদের শৌচকর্ম বা শুদ্ধিক্রিয়া সম্পাদন করেছেন। ভগবানদ্বয়ের যুক্তি ছিল, 'ধনুর্ভঙ্গ ও অন্যান্য বীরোচিত কর্ম সম্পাদন করার পরও আমাদের পিতামাতা এখনও মুক্তি লাভ করেননি। কংস পুনরায় তাঁদের হত্যা করার চেষ্টা করছে। সুতরাং যদিও সে আমাদের মামা, তবুও তাকে হত্যা করা আমাদের পক্ষে অন্যায় হবে না।' এই যুক্তি বিচার করে কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁদের অপরাধশূন্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত করছেন।"

শ্লোক ২

রঙ্গদ্বারং সমাসাদ্য তস্মিন্নাগমবস্থিতম্ ।
অপশ্যৎ কুবলয়াপীড়ং কৃষ্ণোঽম্বষ্ঠপ্রচোদিতম্ ॥ ২ ॥

রঙ্গ—মল্লভূমির; **দ্বারম্**—প্রবেশপথে; **সমাসাদ্য**—উপস্থিত হয়ে; **তস্মিন্**—সেই স্থানে; **নাগম্**—একটি হস্তী; **অবস্থিতম্**—দণ্ডায়মান; **অপশ্যৎ**—তিনি দেখলেন; **কুবলয়াপীড়ম্**—কুবলয়াপীড় নামক; **কৃষ্ণঃ**—ভগবান কৃষ্ণ; **অম্বষ্ঠ**—তার মাহুত দ্বারা; **প্রচোদিতম্**—প্ররোচিত।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ মল্লভূমির প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে, মাহুতের প্ররোচনায় কুবলয়াপীড় নামক হস্তী তাঁর পথ রুদ্ধ করছে।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের মল্লক্ষেত্রে প্রবেশের পথ রুদ্ধ করার মাধ্যমে মাহুত তার বিদ্বেষপরায়ণ মনোভাব প্রকাশ করেছিল।

শ্লোক ৩

বদ্ধ্বা পরিকরং শৌরিঃ সমুহ্য কুটিলালকান্ ।
উবাচ হস্তিপং বাচা মেঘনাদগভীরয়া ॥ ৩ ॥

বদ্ধ্বা—বন্ধন করে; **পরিকরম্**—পরিধেয় বস্ত্র; **শৌরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **সমুহ্য**—একত্রে আবদ্ধ করে; **কুটিল**—কুঞ্চিত; **অলকান্**—কুন্তলরাশি; **উবাচ**—তিনি বললেন; **হস্তি-পম্**—হস্তি-পালক বা মাহুতকে; **বাচা**—বাক্যে; **মেঘ**—মেঘের; **নাদ**—শব্দের মতো; **গভীরয়া**—গম্ভীর।

অনুবাদ

তাঁর পরিধেয় বস্ত্রকে দৃঢ়ভাবে বন্ধন করে এবং কুঞ্চিত অলকরাশিকে পশ্চাতে একত্রে আবদ্ধ করে শ্রীকৃষ্ণ মাহুতকে উদ্দেশ্য করে মেঘগম্ভীর বাক্যে বললেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টত লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের বর্ণনা অনুসারে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর উপরিভাগের পরিধেয় বস্ত্রটি খুলে রেখে, কোমর বন্ধনীকে দৃঢ় করে ও কেশরাশিকে পশ্চাতে আবদ্ধ করলেন।

শ্লোক ৪

অম্বষ্ঠাম্বষ্ঠ মার্গং নৌ দেহ্যপক্রম মা চিরম্ ।
নো চেৎ সকুঞ্জরং ত্বাদ্য নয়ামি যমসাদনম্ ॥ ৪ ॥

অম্বষ্ঠ অম্বষ্ঠ—হে মাহুত, মাহুত; **মার্গম্**—পথ; **নৌ**—আমাদের; **দেহি**—দাও; **অপক্রম**—সরে যাও; **মা চিরম্**—দেরি না করে; **ন উ চেৎ**—অন্যথা; **স-কুঞ্জরম্**—হস্তীর সঙ্গে একত্রে; **ত্বা**—তোমাকে; **অদ্য**—আজ; **নয়ামি**—আমি প্রেরণ করব; **যম-সাদনম্**—যমালয়ে।

অনুবাদ

[শ্রীকৃষ্ণ বললেন—] হে মাহুত, মাহুত, এখনই সরে যাও এবং আমাদের যেতে দাও। যদি তা না কর, আজই, আমি তোমাকে এবং তোমার হাতী, উভয়কেই যমালয়ে প্রেরণ করব।

শ্লোক ৫

এবং নির্ভৎসিতোঽম্বষ্ঠঃ কুপিতঃ কোপিতং গজম্ ।
চোদয়ামাস কৃষ্ণায় কালান্তকযমোপমম্ ॥ ৫ ॥

এবম্—এইভাবে; নির্ভৎসিতঃ—তিরস্কৃত; অম্বষ্ঠঃ—মাহুত; কুপিতঃ—ক্রুদ্ধ হয়ে; কোপিতম্—ক্ষুব্ধ; গজম্—হাতী; চোদয়াম্ আস—সে পরিচালিত করল; কৃষ্ণায়—কৃষ্ণের দিকে; কাল—সময়; অন্তক—মৃত্যু; যম—এবং যমরাজ; উপমম্—তুল্য।

অনুবাদ

এইভাবে তিরস্কৃত হয়ে ক্রুদ্ধ মাহুত তার কালান্তক যমসদৃশ ক্ষুব্ধ হাতীকে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করার জন্য পরিচালিত করল।

শ্লোক ৬

করীন্দ্রস্তমভিদ্রুত্য করেণ তরসাগ্রহীৎ ।
করাদ্বিগলিতঃ সোঽমুং নিহতাঙ্ঘ্রীষূলীয়ত ॥ ৬ ॥

করীন্দ্রঃ—হস্তীরাজ; তম্—তাঁকে; অভিদ্রুত্য—সবেগে ধাবিত হয়ে; করেণ—তার শুঁড় দিয়ে; তরসা—ভয়ঙ্করভাবে; অগ্রহীৎ—ধারণ করল; করাৎ—শুঁড় হতে; বিগলিতঃ—স্খলিত; সঃ—তিনি, কৃষ্ণ; অমুম্—তাকে, কুবলয়াপীড়কে; নিহত্য—আঘাত করে; অঙ্ঘ্রিষু—তার চারি পায়ের মাঝে; অলীয়ত—অন্তর্হিত হলেন।

অনুবাদ

সেই হস্তীরাজ কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হয়ে ভয়ঙ্করভাবে তার শুঁড় দিয়ে তাঁকে ধারণ করল। কিন্তু কৃষ্ণ স্খলিত হয়ে তাকে আঘাত করে তার দৃষ্টির বাইরে তার পাগুলির মাঝে অন্তর্হিত হলেন।

তাৎপর্য

ভগবান কৃষ্ণ হাতীকে তাঁর মুষ্টি দ্বারা আঘাত করবার পর তার চারি পায়ের মাঝে অদৃশ্য হয়েছিলেন।

শ্লোক ৭

সংক্রুদ্ধস্তমচক্ষাণো ঘ্রাণদৃষ্টিঃ স কেশবম্ ।
পরামৃশৎ পুষ্করেণ স প্রসহ্য বিনির্গতঃ ॥ ৭ ॥

সংক্রুদ্ধঃ—ক্রুদ্ধ; **তম্**—তাঁকে; **অচক্ষাণঃ**—দেখতে না পেয়ে; **ঘ্রাণ**—তার ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা; **দৃষ্টিঃ**—দৃষ্টি; **সঃ**—সে, হস্তী; **কেশবম্**—ভগবান কেশব; **পরামৃশৎ**—ধারণ করল; **পুষ্করেণ**—তার শুঁড় দিয়ে; **সঃ**—তিনি, কৃষ্ণ; **প্রসহ্য**—বলপূর্বক; **বিনির্গতঃ**—নির্গত হলেন।

অনুবাদ

ভগবান কেশবকে দর্শনে অসমর্থ হয়ে ক্রুদ্ধ হাতীটি তার ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা তাঁকে অন্বেষণ করতে লাগল। কুবলয়াপীড় ভগবানকে পুনরায় তার শুঁড় দিয়ে ধারণ করলে ভগবান নিজেকে বলপূর্বক মুক্ত করলেন।

তাৎপর্য

পশুটি যাতে লড়াই করার উৎসাহ পায়, সেই জন্য ভগবান কৃষ্ণ হাতীটিকে তাঁকে ধারণ করার সুযোগ দিয়েছিলেন। কুবলয়াপীড় একবার এইভাবে গর্বিত হয়েছিল, কিন্তু কৃষ্ণ পুনরায় নিজ পরম শক্তি দ্বারা তাকে ব্যর্থ করলেন।

শ্লোক ৮

পুচ্ছে প্রগৃহ্যাতিবলং ধনুষঃ পঞ্চবিংশতিম্ ।
বিচকর্ষ যথা নাগং সুপর্ণ ইব লীলয়া ॥ ৮ ॥

পুচ্ছে—তার পুচ্ছ দ্বারা; **প্রগৃহ্য**—তাকে চেপে ধরে; **অতি-বলম্**—অত্যন্ত বলশালী (হাতীটিকে); **ধনুষঃ**—ধনুক-দৈর্ঘ্য পরিমাণ; **পঞ্চ-বিংশতিম্**—পঁচিশ; **বিচকর্ষ**—তিনি টেনে নিয়ে গেলেন; **যথা**—যেমন; **নাগম্**—সর্প; **সুপর্ণঃ**—গরুড়; **ইব**—মতো; **লীলয়া**—ক্রীড়াচ্ছলে।

অনুবাদ

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ গরুড় যেমন সর্পকে আকর্ষণ করে তেমনি শক্তিশালী কুবলয়াপীড়কে তার পুচ্ছ ধরে পঞ্চবিংশতি ধনুক-দৈর্ঘ্য পরিমাণ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেলেন।

শ্লোক ৯

স পর্যাবর্তমানেন সব্যদক্ষিণতোঽচ্যুতঃ ।
বভ্রাম ভ্রাম্যমাণেন গোবৎসেনেব বালকঃ ॥ ৯ ॥

সঃ—তিনি; **পর্যাবর্তমানেন**—দিক পরিবর্তনশীল তাকে (হাতীটিকে) নিয়ে; **সব্য-দক্ষিণতঃ**—বামে এবং পরে দক্ষিণে; **অচ্যুতঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **বভ্রাম**—ভ্রমণ করতে লাগলেন; **ভ্রাম্যমাণেন**—ভ্রাম্যমান; **গো-বৎসেন**—গোবৎস সঙ্গে; **ইব**—ঠিক যেমন; **বালকঃ**—বালক।

অনুবাদ

ভগবান অচ্যুত যখন হস্তীটির পুচ্ছ ধারণ করলেন, তখন পশুটি তাঁকে ধরবার জন্য ডানদিকে ফিরলে শ্রীকৃষ্ণ তাকে বাম দিকে ঘোরালেন এবং যখন সে বাম দিকে ফিরল, কৃষ্ণ তাকে ডান দিকে ঘোরালেন। ঠিক যেমন কোন বালক কোন গোবৎসের পুচ্ছ ধরে তাকে আকর্ষণ করে নানাদিকে ফেরায়।

শ্লোক ১০

ততোঽভিমুখমভ্যেত্য পাণিনাহত্য বারণম্ ।
প্রাদ্রবন্ পাতয়ামাস স্পৃশ্যমানঃ পদে পদে ॥ ১০ ॥

ততঃ—অতঃপর; **অভিমুখম্**—মুখোমুখি; **অভ্যেত্য**—আগমন করে; **পাণিনা**—তাঁর হাত দিয়ে; **আহত্য**—আঘাত করে; **বারণম্**—হস্তী; **প্রাদ্রবন্**—ধাবমান হলেন; **পাতয়াম্ আস**—তিনি তাকে ভূমিতে ফেলে দিলেন; **স্পৃশ্যমানঃ**—স্পর্শিত হয়ে; **পদে পদে**—প্রতিটি পদক্ষেপে।

অনুবাদ

কৃষ্ণ তখন হাতীটির মুখোমুখি হয়ে তাকে চাপড় মেরে ধাবিত হলেন। কুবলয়াপীড় ভগবানের পশ্চাতে ধাবিত হয়ে বার বার প্রতি পদক্ষেপে তাঁকে স্পর্শ করছিল, কিন্তু কৃষ্ণ কৌশলে তাকে হোঁচট খাইয়ে ভূতলে নিপাতিত করলেন।

শ্লোক ১১

স ধাবন্ ক্রীড়য়া ভূমৌ পতিত্বা সহসোত্থিতঃ ।
তং মত্বা পতিতং ক্রুদ্ধো দন্তাভ্যাং সোঽহনৎ ক্ষিতিম্ ॥ ১১ ॥

সঃ—তিনি; **ধাবন্**—ধাবিত হয়ে; **ক্রীড়য়া**—ক্রীড়াচ্ছলে; **ভূমৌ**—ভূমিতে; **পতিত্বা**—পতিত হলেন; **সহসা**—সহসা; **উত্থিতঃ**—উত্থিত হলেন; **তম্**—তাঁকে; **মত্বা**—মনে করে; **পতিতম্**—পতিত; **ক্রুদ্ধঃ**—ক্রুদ্ধ; **দণ্ডাভ্যাম্**—তার দাঁত দ্বারা; **সঃ**—সে, কুবলয়াপীড়; **অহনৎ**—আঘাত করল; **ক্ষিতিম্**—ভূমিকে।

অনুবাদ

কৃষ্ণও সরে গিয়ে ক্রীড়াচ্ছলে ভূমিতে পতিত হয়েই সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন। কিন্তু ক্রোধোন্মত্ত হস্তী কৃষ্ণকে পতিত মনে করে তার দাঁত দিয়ে তাঁকে বিদ্ধ করতে চেষ্টা করল, কিন্তু তার পরিবর্তে সে ভূমিকে আঘাত করল।

শ্লোক ১২

স্ববিক্রমে প্রতিহতে কুঞ্জরেন্দ্রোঽত্যমর্ষিতঃ ।
চোদ্যমানো মহামাত্রৈঃ কৃষ্ণমভ্যদ্রবদ্ রুষা ॥ ১২ ॥

স্ব—তার; বিক্রমে—বিক্রম; প্রতিহতে—প্রতিহত হল; কুঞ্জর ইন্দ্রঃ—হস্তীরাজ; অতি—অত্যন্ত; অমর্ষিতঃ—অসহিষ্ণু; চোদ্যমানঃ—পরিচালিত হয়ে; মহামাত্রৈঃ—মাহুত দ্বারা; কৃষ্ণম্—কৃষ্ণের দিকে; অভ্যদ্রবৎ—ধাবিত হল; রুষা—ক্রোধে।

অনুবাদ

তার বিক্রম ব্যর্থ হওয়ায় সেই হস্তীরাজ কুবলয়াপীড় অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। মাহুত দ্বারা পরিচালিত হয়ে সে পুনরায় কৃষ্ণের দিকে ক্রুদ্ধভাবে ধাবিত হল।

শ্লোক ১৩

তমাপতন্তমাসাদ্য ভগবান্ মধুসূদনঃ ।
নিগৃহ্য পাণিনা হস্তং পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ১৩ ॥

তম্—তার; আপতন্তম্—আক্রমণের; আসাদ্য—সম্মুখীন হয়ে; ভগবান্—ভগবান; মধুসূদনঃ—যিনি মধু নামক দানবকে বধ করেছিলেন; নিগৃহ্য—দৃঢ়রূপে ধারণ করে; পাণিনা—তাঁর হাত দিয়ে; হস্তম্—তার শুঁড়; পাতয়াম্ আস—তিনি তাকে পতিত করলেন; ভূতলে—ভূমিতে।

অনুবাদ

ভগবান মধুসূদন আক্রমণোদ্যত হস্তীর সম্মুখীন হলেন। এক হাতে তার শুঁড় ধারণ করে কৃষ্ণ তাকে ভূপাতিত করলেন।

শ্লোক ১৪

পতিতস্য পদাক্রম্য মৃগেন্দ্র ইব লীলয়া ।
দন্তমুৎপাট্য তেনেভং হস্তিপাংশ্চাহনদ্ধরিঃ ॥ ১৪ ॥

পতিতস্য—পতিত (হাতীটিকে); পদা—তাঁর পদ দ্বারা; আক্রম্য—আক্রমণ করে; মৃগেন্দ্রঃ—সিংহের; ইব—মতো; লীলয়া—অনায়াসে; দন্তম্—তার একটি দাঁত;

উৎপাট্য—উৎপাটন করলেন; **তেন**—সেটির দ্বারাই; **ইভম্**—হস্তী; **হস্তিপান্**—মাহুতকে; **চ**—ও; **অহনৎ**—বধ করলেন; **হরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

অতঃপর ভগবান শ্রীহরি শক্তিশালী সিংহের মতো সেই হাতিটিকে আক্রমণ করে তার একটি দাঁত উৎপাটন করে সেটি দিয়েই সেই পশু ও তার পালককে বধ করলেন।

শ্লোক ১৫

মৃতকং দ্বিপমুৎসৃজ্য দন্তপাণিঃ সমাবিশৎ ।
অংসন্যস্তবিষাণোঽসৃঙ্মদবিন্দুভিরঙ্কিতঃ ।
বিরূঢ়স্বেদকণিকাবদনাম্বুরুহো বভৌ ॥ ১৫ ॥

মৃতকম্—মৃত; **দ্বিপম্**—হস্তী; **উৎসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **দন্ত**—তার দাঁতটি; **পাণিঃ**—তাঁর হাতে নিয়ে; **সমাবিশৎ**—তিনি প্রবেশ করলেন (মল্লস্থলে); **অংস**—তাঁর স্কন্ধে; **ন্যস্ত**—ন্যস্ত; **বিষাণঃ**—হাতীর দাঁত; **অসৃক্**—রক্ত; **মদ**—এবং হাতীর স্বেদ; **বিন্দুভিঃ**—বিন্দু বিন্দু; **অঙ্কিতঃ**—ছড়ানো; **বিরূঢ়**—উদ্‌গত; **স্বেদ**—(তাঁর নিজের); **কণিকা**—কণিকা; **বদন**—তাঁর মুখমণ্ডল; **অম্বু-রুহঃ**—পদ্মসদৃশ; **বভৌ**—শোভিত।

অনুবাদ

মৃত হাতীটিকে পরিত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণ হাতীর দাঁতটি ধারণ করে মল্ল-স্থলে প্রবেশ করলেন। তাঁর স্কন্ধে হাতীর দাঁতটি স্থাপিত, হাতীর রক্ত ও স্বেদবিন্দু সমূহ তাঁর সমস্ত শরীরে ছড়ানো এবং তাঁর পদ্ম-সদৃশ মুখমণ্ডলে আপন উদ্‌গত স্বেদবিন্দু, এরূপ পরম সৌন্দর্যে ভগবান তখন শোভিত ছিলেন।

শ্লোক ১৬

বৃতৌ গোপৈঃ কতিপয়ৈর্বলদেবজনার্দনৌ ।
রঙ্গং বিবিশতু রাজন্ গজদন্তবরায়ুধৌ ॥ ১৬ ॥

বৃতৌ—পরিবৃত হয়ে; **গোপৈঃ**—গোপবালক; **কতিপয়ৈঃ**—কতিপয়; **বলদেব-জনার্দনৌ**—বলরাম ও কৃষ্ণ; **রঙ্গম্**—মল্লভূমি; **বিবিশতুঃ**—প্রবেশ করলেন; **রাজন্**—হে রাজা (পরীক্ষিৎ); **গজ-দন্ত**—হাতীর দাঁত; **বর**—রূপ; **আয়ুধৌ**—অস্ত্র।

অনুবাদ

হে রাজন, শ্রীবলদেব ও শ্রীজনার্দন প্রত্যেকেই একটি গজদন্ত রূপ অস্ত্র হাতে কতিপয় গোপবালক পরিবেষ্টিত হয়ে মল্লক্রীড়া স্থলে প্রবেশ করলেন।

শ্লোক ১৭

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥ ১৭ ॥

মল্লানাম্—মল্লদের জন্য; **অশনিঃ**—বজ্র; **নৃণাম্**—মানুষদের কাছে; **নর-বরঃ**—নরশ্রেষ্ঠ; **স্ত্রীণাম্**—নারীদের কাছে; **স্মরঃ**—কাম; **মূর্তিমান্**—মূর্তিমান; **গোপানাম্**—গোপগণের কাছে; **স্ব-জনঃ**—আপনজন; **অসতাম্**—অসৎ; **ক্ষিতি-ভুজাম্**—রাজাদের; **শাস্তা**—দণ্ডদাতা; **স্ব-পিত্রোঃ**—তাঁর পিতা-মাতার কাছে; **শিশুঃ**—শিশু; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **ভোজপতেঃ**—ভোজরাজ কংসের কাছে; **বিরাট**—বিরাট (জড় ব্রহ্মাণ্ডের সামগ্রিকতা); **অবিদুষাম্**—অজ্ঞানের কাছে; **তত্ত্বম্**—সত্য; **পরম্**—পরম; **যোগিনাম্**—যোগিগণের কাছে; **বৃষ্ণীণাম্**—বৃষ্ণি বংশধরগণের কাছে; **পর-দেবতা**—তাদের পরম পূজ্য দেবতা; **ইতি**—এইভাবে; **বিদিতঃ**—প্রতীত; **রঙ্গম্**—মল্লভূমিতে; **গতঃ**—প্রবেশ করলেন; **স**—সঙ্গে; **অগ্রজঃ**—তাঁর জেষ্ঠ ভ্রাতার।

অনুবাদ

মল্লক্রীড়া স্থানে শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর অগ্রজ সহ প্রবেশ করলেন, তখন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কাছে তিনি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হলেন। মল্লযোদ্ধাগণ তাঁকে বজ্রের মতো, মথুরার জনসাধারণ তাঁকে নরশ্রেষ্ঠ রূপে, রমণীগণ তাঁকে মূর্তিমান কামরূপে, গোপগণ তাঁকে স্বজন রূপে, অধার্মিক রাজারা তাঁকে দণ্ডদাতা রূপে, তাঁর পিতা-মাতা তাঁকে তাঁদের সন্তান রূপে, ভোজরাজ কংসের কাছে মৃত্যু রূপে, অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের কাছে ভগবানের বিরাট মূর্তি রূপে, যোগিগণের কাছে পরম ব্রহ্মরূপে এবং বৃষ্ণীগণ তাদের পরম পূজ্য বিগ্রহ রূপে তাঁকে দর্শন করল।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী নিম্নোক্ত শ্লোকটির উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন, যেখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দশটি ভাবের বর্ণনা করা হয়েছে—

রৌদ্রোঽদ্ভুতশ্চ শৃঙ্গারো হাস্যং বীরোদয়া তথা ।
ভয়ানকশ্চ বীভৎসঃ শান্তঃ সপ্রেমভক্তিকঃ ॥

"[দশটি ভাব রয়েছে—] রৌদ্র [মল্লযোদ্ধাদের দ্বারা গৃহীত ভাব], অদ্ভুত [পুরবাসীগণের], মধুর [রমণীগণের], হাস্য [গোপগণের], বীর [রাজন্যবর্গের], দয়া

[তাঁর পিতা-মাতার], ভয়ানক [কংসের], বীভৎস [অজ্ঞ ব্যক্তিগণের], শান্ত [যোগিগণের] এবং প্রেম ভক্তি [বৃষ্ণিগণের]।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মনোযোগ আকর্ষণ করছেন যে, মল্লযোদ্ধা, কংস এবং অধার্মিক রাজারা কৃষ্ণকে ভয়ঙ্কর, ক্রুদ্ধ বা ভয়প্রদ রূপে গ্রহণ করেছিল কারণ তারা পরমেশ্বর ভগবানের প্রকৃত অবস্থান হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। ভগবান কৃষ্ণ সকলেরই বন্ধু এবং শুভাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু যেহেতু আমরা তাঁর বিরুদ্ধে বৈরী আচরণ করি, তাই তিনি আমাদের দণ্ডদান করেন আর তখন তাঁকে আমরা ভয়প্রদ বলে মনে করি। প্রকৃতপক্ষে, কৃষ্ণ বা ভগবান কৃপাময়, আর তিনি যখন আমাদের দণ্ড দান করেন, সেটিও তাঁর কৃপা।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই বেদ বাক্যটির উল্লেখ করছেন—*রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দীভবতি*—"তিনি হচ্ছেন রস স্বয়ং, কোন নির্দিষ্ট সম্পর্কের স্বাদ বা গন্ধ স্বরূপ। আর নিশ্চিতভাবে কেউ যখন এই রস প্রাপ্ত হন, তখন তিনি *আনন্দী* হন, অর্থাৎ আনন্দে পূর্ণ হন।" (*তৈত্তিরীয় উপনিষদ* ২/৭/১)

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর রস শব্দটি ব্যাখ্যা করার জন্য আরও একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি প্রদান করছেন—

ব্যতীত্যভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে সরসো মতঃ ॥

"যা ভাবনার পথ অতিক্রম করে, যা চমৎকৃতভাবে গুরুভার মনে হয়, এবং যা শুদ্ধসত্ত্বভাবে উজ্জ্বল হয়ে হৃদয়ে আস্বাদিত হয়, তাকেই রস বলা হয়।"

শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে বিস্তৃত রূপে বিশ্লেষণ করেছেন যে, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এই পাঁচটি মুখ্য রস এবং হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস এই সাতটি গৌণ রস। এইভাবে মোট বারোটি রস এবং এর সবগুলিরই মুখ্য বিষয় কৃষ্ণ স্বয়ং। পরোক্ষভাবে, আমাদের প্রেম ও প্রীতির মুখ্য বিষয় কৃষ্ণ। দুর্ভাগ্যক্রমে, অজ্ঞতাবশত আমরা কৃষ্ণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধহীন জাগতিক সম্পর্কগুলি থেকে মূর্খের মতো সুখশান্তি ও প্রেম ভালবাসা সব কিছু নিষ্কাশনের চেষ্টা করি আর এইভাবে জীবন ক্রমাগত হতাশাগ্রস্ত হয়ে ওঠে। এর সমাধানটি অত্যন্ত সরল—কৃষ্ণের শরণাগত হও, কৃষ্ণকে ভালবাসো, কৃষ্ণের ভক্তবৃন্দকে ভালবাসো আর চিরসুখী হও।

শ্লোক ১৮

হতং কুবলয়াপীড়ং দৃষ্ট্বা তাবপি দুর্জয়ৌ ।
কংসো মনস্যপি তদা ভৃশমুদ্বিবিজে নৃপ ॥ ১৮ ॥

হতম্—হত; **কুবলয়াপীড়ম্**—হস্তী কুবলয়াপীড়কে; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **তৌ**—তাঁদের দুজনকে, কৃষ্ণ ও বলরামকে; **অপি**—এবং; **দুর্জয়ৌ**—অপরাজেয়; **কংসঃ**—রাজা কংস; **মনসি**—তার অন্তরে; **অপি**—নিশ্চিতরূপে; **তদা**—তখন; **ভৃশম্**—অতিশয়; **উদ্বিবিজে**—উদ্বিগ্ন হল; **নৃপ**—হে রাজন, (পরীক্ষিৎ)।

অনুবাদ

হে রাজন, কুবলয়াপীড়কে মৃত এবং সেই দুইভাইকে অপরাজেয় দর্শন করে কংস অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছিল।

শ্লোক ১৯

তৌ রেজতু রঙ্গগতৌ মহাভুজৌ
বিচিত্রবেষাভরণস্রগম্বরৌ ।
যথা নটাবুত্তমবেষধারিণৌ
মনঃ ক্ষিপন্তৌ প্রভয়া নিরীক্ষতাম্ ॥ ১৯ ॥

তৌ—তাঁদের দু'জনের; **রেজতুঃ**—শোভা; **রঙ্গগতৌ**—মল্লস্থলে উপস্থিত; **মহা-ভুজৌ**—মহাবাহু বলরাম ও কৃষ্ণ; **বিচিত্র**—বিচিত্র; **বেষ**—বেশ; **আভরণ**—আভরণ; **স্রক্**—মালা; **অম্বরৌ**—বসন; **যথা**—মতো; **নটৌ**—দুই অভিনেতা; **উত্তম**—উত্তম; **বেশ**—বেশ; **ধারিণৌ**—ধারণকারী; **মনঃ**—চিত্ত; **ক্ষিপন্তৌ**—বিক্ষেপকারী; **প্রভয়া**—তাঁদের প্রভা; **নিরীক্ষতাম্**—দর্শক মাত্রেরই।

অনুবাদ

বিচিত্র আভরণ, মালা ও বসনে সজ্জিত হয়ে ঠিক যেন মনোহর বেশধারী অভিনেতার মতো মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম মল্লক্রীড়াস্থলে দীপ্তিমান রূপে শোভিত রইলেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁদের প্রভায় দর্শক মাত্রেরই চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়েছিল।

শ্লোক ২০

নিরীক্ষ্য তাবুত্তমপুরুষৌ জনা
মঞ্চস্থিতা নাগররাষ্ট্রকা নৃপ ।
প্রহর্ষবেগোৎকলিতেক্ষণাননাঃ
পপুর্ন তৃপ্তা নয়নৈস্তদাননম্ ॥ ২০ ॥

নিরীক্ষ্য—দর্শন করে; **তৌ**—তাঁদের দু'জনকে; **উত্তম-পুরুষৌ**—পরম পুরুষদ্বয়কে; **জনাঃ**—মানুষেরা; **মঞ্চ**—দর্শকমঞ্চে; **স্থিতাঃ**—আসীন; **নাগর**—নগরবাসীগণ;

রাষ্ট্রকাঃ—এবং জনপদবাসীগণ; **নৃপ**—হে রাজন; **প্রহর্ষ**—তাদের আনন্দের; **বেগ**—বেগে; **উৎকলিত**—উৎফুল্ল; **ঈক্ষণ**—তাদের নয়ন; **আননাঃ**—ও মুখমণ্ডল; **পপুঃ**—তারা পান করছিল; **ন**—না; **তৃপ্তাঃ**—সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট; **নয়নৈঃ**—তাদের নয়ন; **তৎ**—তাঁদের; **আননম্**—মুখমণ্ডল।

অনুবাদ

হে রাজন, নগরবাসী ও জনপদবাসীগণ দর্শক মঞ্চ হতে সেই দুই পরম-পুরুষদ্বয়কে অপলক নয়নে দর্শন করছিল। আনন্দোচ্ছ্বাসে বিস্ফারিত নয়নে ও উৎফুল্ল বদনে তারা তৃপ্তিহীন ভাবে ভগবানদ্বয়ের মুখসুধা পান করছিল।

শ্লোক ২১-২২

পিবন্ত ইব চক্ষুর্ভ্যাং লিহন্ত ইব জিহ্বয়া ।
জিঘ্রন্ত ইব নাসাভ্যাং শ্লিষ্যন্ত ইব বাহুভিঃ ॥ ২১ ॥
উচুঃ পরস্পরং তে বৈ যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতম্ ।
তদ্রূপ গুণমাধুর্যপ্রাগল্‌ভ্যস্মারিতা ইব ॥ ২২ ॥

পিবন্তঃ—পান করছিল; **ইব**—যেন; **চক্ষুর্ভ্যাম্**—তাদের দুই নয়ন দিয়ে; **লিহন্তঃ**—লেহন করছিল; **ইব**—যেন; **জিহ্বয়া**—জিহ্বা দিয়ে; **জিঘ্রন্তঃ**—ঘ্রাণ গ্রহণ করছিল; **ইব**—যেন; **নাসাভ্যাম্**—নাসিকা দিয়ে; **শ্লিষ্যন্তঃ**—আলিঙ্গন করছিল; **ইব**—যেন; **বাহুভিঃ**—তাদের দুই বাহু দিয়ে; **উচুঃ**—তারা বর্ণনা করছিল; **পরস্পরম্**—একে অপরকে; **তে**—তারা; **বৈ**—বস্তুত; **যথা**—যা; **দৃষ্টম্**—দর্শন করেছিল; **যথা**—যেমন; **শ্রুতম্**—শ্রবণ করেছিল; **তৎ**—তাঁদের; **রূপ**—রূপ; **গুণ**—গুণসমূহ; **মাধুর্য**—মাধুর্য; **প্রাগল্‌ভ্য**—এবং বীরত্ব; **স্মারিতাঃ**—স্মরণ হচ্ছিল; **ইব**—যেমন।

অনুবাদ

জনসাধারণ তাদের নয়ন দিয়ে যেন কৃষ্ণ ও বলরামকে পান করছিল, তাদের জিহ্বা দিয়ে তাঁদের লেহন করছিল, নাসিকা দিয়ে তাঁদের ঘ্রাণ গ্রহণ করছিল এবং দুই বাহু দিয়ে তাঁদের আলিঙ্গন করছিল। ভগবানদ্বয়ের রূপ, গুণ, মাধুর্য ও বীরত্ব সমূহ স্মরণ করে, তারা যা দর্শন করেছিল এবং তারা যা শ্রবণ করেছিল, সেইসব একে অপরকে বর্ণনা করছিল।

তাৎপর্য

স্বাভাবিকভাবেই, মল্লক্রীড়া উৎসব উপলক্ষ্যে সমাগতজনেরা নগরীতে কৃষ্ণ ও বলরামের সর্বশেষ অভিযান সংক্রান্ত সংবাদ বিষয়ে অবহিত ছিল—কিভাবে ভগবানদ্বয় ধনুর্ভঙ্গ করলেন, রক্ষীদের পরাজিত করলেন এবং কুবলয়াপীড় হাতীকে

হত্যা করলেন। আর এখন সেই সব মানুষেরা কৃষ্ণ ও বলরামকে মল্লস্থলে প্রবেশ করতে দেখলে, তাদের পরম প্রত্যাশা যেন পূর্ণ হল। শ্রীকৃষ্ণ সকল সৌন্দর্য, যশ ও ঐশ্বর্যের মূর্ত বিগ্রহ স্বরূপ আর তাই মল্লস্থলে সমবেত সকলে তাঁরা যা শ্রবণ করেছিলেন এবং এখন তাঁরা যা দর্শন করলেন, তার মহিমা কীর্তন করার মাধ্যমে সম্পূর্ণ সন্তোষ অনুভব করছিলেন।

শ্লোক ২৩

এতৌ ভগবতঃ সাক্ষাদ্ধরের্নারায়ণস্য হি ।
অবতীর্ণাবিহাংশেন বসুদেবস্য বেশ্মনি ॥ ২৩ ॥

এতৌ—এই দু'জন; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **হরেঃ**—শ্রীহরির; **নারায়ণস্য**—নারায়ণ; **হি**—অবশ্যই; **অবতীর্ণৌ**—অবতীর্ণ হয়েছেন; **ইহ**—এই জগতে; **অংশেন**—প্রকাশ রূপে; **বসুদেবস্য**—বসুদেবের; **বেশ্মনি**—গৃহে।

অনুবাদ

[জনসাধারণ বলছিল—] এই দুই বালক নিশ্চয়ই ভগবান নারায়ণের অংশপ্রকাশ রূপে এই জগতে বসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হয়েছেন।

শ্লোক ২৪

এষ বৈ কিল দেবক্যাং জাতো নীতশ্চ গোকুলম্ ।
কালমেতং বসন্ গূঢ়ো ববৃধে নন্দবেশ্মনি ॥ ২৪ ॥

এষঃ—এই (কৃষ্ণ); **বৈ**—নিশ্চিতরূপে; **কিল**—বস্তুত; **দেবক্যাম্**—দেবকীর গর্ভ হতে; **জাতঃ**—জন্মগ্রহণ করেছেন; **নীতঃ**—আনয়ন করা হয়েছিল; **চ**—এবং; **গোকুলম্**—গোকুলে; **কালম্**—সময়; **এতম্**—এই পর্যন্ত; **বসন**—অবস্থান করছিলেন; **গূঢ়ঃ**—গুপ্তভাবে; **ববৃধে**—তিনি বর্ধিত হয়েছিলেন; **নন্দ-বেশ্মনি**—নন্দ মহারাজের গৃহে।

অনুবাদ

ইনি (কৃষ্ণ) মাতা দেবকীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁকে গোকুলে আনয়ন করা হয়, যেখানে এতাবৎকাল তিনি গুপ্তভাবে অবস্থান করে নন্দ-মহারাজের গৃহে বর্ধিত হচ্ছিলেন।

শ্লোক ২৫

পূতনানেন নীতান্তং চক্রবাতশ্চ দানবঃ ।
অর্জুনৌ গুহ্যকঃ কেশী ধেনুকোঽন্যে চ তদ্বিধাঃ ॥ ২৫ ॥

পূতনা—পূতনা রাক্ষসী; **অনেন**—তাঁর দ্বারা; **নীতা**—আনীত হয়েছিল; **অন্তম্**—অন্তিমে; **চক্রবাতঃ**—তৃণাবর্ত; **চ**—এবং; **দানবঃ**—দানব; **অর্জুনৌ**—যমজ অর্জুন বৃক্ষদ্বয়; **গুহ্যকঃ**—দানব শঙ্খচূড়; **কেশী**—অশ্বদানব, কেশী; **ধেনুকঃ**—ধেনুকাসুর; **অন্যে**—অন্যান্য; **চ**—এবং; **তৎ-বিধাঃ**—তাদের মতো।

অনুবাদ

তিনি পূতনা ও তৃণাবর্ত দানবকে সংহার করেছেন, যমলার্জুন বৃক্ষ দুটিকে ভূপাতিত করেছেন এবং শঙ্খচূড়, কেশী, ধেনুক ও অন্যান্য অসুরদের বধ করেছেন।

শ্লোক ২৬-২৭

গাবঃ সপালা এতেন দাবাগ্নেঃ পরিমোচিতাঃ ।
কালিয়ো দমিতঃ সর্প ইন্দ্রশ্চ বিমদঃ কৃতঃ ॥ ২৬ ॥
সপ্তাহমেকহস্তেন ধৃতোঽদ্রিপ্রবরোঽমুনা ।
বর্ষবাতাশনিভ্যশ্চ পরিত্রাতং চ গোকুলম্ ॥ ২৭ ॥

গাবঃ—গো; **স**—সহ; **পালাঃ**—তাদের পালকগণ; **এতেন**—তাঁর দ্বারা; **দাব-অগ্নেঃ**—দাবানল হতে; **পরিমোচিতাঃ**—রক্ষা করেন; **কালিয়ঃ**—কালিয়; **দমিতঃ**—দমন করেন; **সর্পঃ**—নাগ; **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র; **চ**—এবং; **বিমদঃ**—অহঙ্কারশূন্য; **কৃতঃ**—করেন; **সপ্ত-অহম্**—সাতদিন ধরে; **এক-হস্তেন**—এক হাতে; **ধৃতঃ**—ধারণ করেন; **অদ্রি**—পর্বত; **প্রবরঃ**—প্রধান; **অমুনা**—তাঁর দ্বারা; **বর্ষা**—বর্ষা হতে; **বাত**—ঝঞ্ঝা; **অশনিভ্যঃ**—এবং বজ্রপাত; **চ**—ও; **পরিত্রাতম্**—উদ্ধার করেন; **চ**—এবং; **গোকুলম্**—গোকুলবাসীগণকে।

অনুবাদ

তিনি দাবানল হতে গো ও গোপগণকে রক্ষা করেছেন এবং কালিয় নাগকে দমন করেছেন। তিনি সপ্তাহকাল এক হাতে পর্বত-প্রধানকে ধারণ করে ঝঞ্ঝা, বর্ষণ ও বজ্রপাত হতে গোকুলের অধিবাসীগণকে রক্ষা করে ইন্দ্রের অহঙ্কার দূর করেছেন।

শ্লোক ২৮

গোপ্যোঽস্য নিত্যমুদিতহসিতপ্রেক্ষণং মুখম্ ।
পশ্যন্ত্যো বিবিধাংস্তাপাংস্তরন্তি স্মাশ্রমং মুদা ॥ ২৮ ॥

গোপ্যঃ—গোপীগণ; **অস্য**—তাঁর; **নিত্য**—চির; **মুদিত**—প্রফুল্ল; **হসিত**—হাস্য; **প্রেক্ষণম্**—কটাক্ষ; **মুখম্**—বদন; **পশন্ত্যঃ**—অবলোকন করে; **বিবিধান্**—বিবিধ; **তাপান্**—সন্তাপ; **তরন্তি স্ম**—অতিক্রম করে; **অশ্রমম্**—অক্লেশে; **মুদা**—আনন্দে।

অনুবাদ

গোপীগণ তাঁর চিরপ্রফুল্ল হাস্য ও কটাক্ষযুক্ত মুখমণ্ডল অবলোকন করে অক্লেশে সকল সন্তাপ অতিক্রম করে পরমানন্দ প্রাপ্ত হন।

শ্লোক ২৯

বদন্ত্যনেন বংশোঽয়ং যদোঃ সুবহুবিশ্রুতঃ ।
শ্রিয়ং যশো মহত্ত্বং চ লপ্স্যতে পরিরক্ষিতঃ ॥ ২৯ ॥

বদন্তি—বলা হয়; **অনেন**—তাঁর দ্বারা; **বংশঃ**—বংশ; **অয়ম্**—এই; **যদোঃ**—রাজা যদু হতে উদ্ভূত; **সু-বহু**—অত্যন্ত; **বিশ্রুতঃ**—বিখ্যাত; **শ্রিয়ম্**—শ্রী; **যশঃ**—যশ; **মহত্ত্বম্**—মহত্ত্ব; **চ**—এবং; **লপ্স্যতে**—লাভ করবে; **পরিরক্ষিতঃ**—সর্বদিকে সুরক্ষিত।

অনুবাদ

বলা হয় যে, তাঁর পূর্ণ সুরক্ষাধীনে যদুবংশ অতি বিখ্যাত হয়ে শ্রী, যশ ও মহত্ত্ব লাভ করবে।

শ্লোক ৩০

অয়ং চাস্যাগ্রজঃ শ্রীমান্ রামঃ কমললোচনঃ ।
প্রলম্বো নিহতো যেন বৎসকো যে বকাদয়ঃ ॥ ৩০ ॥

অয়ম্—এই; **চ**—এবং; **অস্য**—তাঁর; **অগ্রজঃ**—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; **শ্রীমান্**—সকল ঐশ্বর্যের অধিকারী; **রামঃ**—শ্রীবলরাম; **কমল-লোচনঃ**—কমলনয়ন; **প্রলম্বঃ**—প্রলম্বাসুর; **নিহতঃ**—বধ হয়েছে; **যেন**—যার দ্বারা; **বৎসকঃ**—বৎসাসুর; **যে**—যে; **বক**—বকাসুর; **আদয়ঃ**—প্রভৃতি।

অনুবাদ

তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই কমলনয়ন শ্রীবলরাম সকল অপ্রাকৃত ঐশ্বর্যের অধিকারী। তিনি প্রলম্ব, বৎস, বক প্রভৃতি অসুরকে বধ করেছেন।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে এখানে উল্লিখিত দুজন অসুর বলরামের দ্বারা নয়, কৃষ্ণের দ্বারা নিহত হয়েছিল। এই ভুলের কারণ হচ্ছে যে, কৃষ্ণের অপূর্ব বীরোচিত কর্ম সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে, কোনভাবে তথ্যগুলি বিভ্রান্ত হয়ে উঠেছিল। আধুনিক সংবাদপত্রগুলির মধ্যেও এই ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

শ্লোক ৩১

জনেষ্বেবং ব্রুবাণেষু তূর্যেষু নিনদৎসু চ ।
কৃষ্ণরামৌ সমাভাষ্য চাণূরো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩১ ॥

জনেষু—জনগণ যখন; **এবম্**—এইভাবে; **ব্রুবাণেষু**—কথা বলছিল; **তূর্যেষু**—বাদ্য-যন্ত্রাদি; **নিনদৎসু**—নিনাদিত হচ্ছিল; **চ**—এবং; **কৃষ্ণ-রামৌ**—কৃষ্ণ ও বলরাম; **সমাভাষ্য**—উদ্দেশ্য করে; **চাণূরঃ**—আসুরিক মল্লযোদ্ধা চাণূর; **বাক্যম্**—কথাগুলি; **অব্রবীৎ**—বলল।

অনুবাদ

জনসাধারণ যখন এইভাবে কথা বলছিল এবং বাদ্যযন্ত্রাদি বাজানো হচ্ছিল, তখন কৃষ্ণ ও বলরামকে উদ্দেশ্য করে মল্লযোদ্ধা চাণূর এই কথাগুলি বলতে লাগল।

তাৎপর্য

দর্শকবৃন্দ যে শ্রীকৃষ্ণের এত উচ্চ-প্রশংসা করছিল, চাণূর তা সহ্য করতে পারেনি। তাই সে দুই ভাইয়ের উদ্দেশ্যে কিছু বলছিল।

শ্লোক ৩২

হে নন্দসূনো হে রাম ভবন্তৌ বীরসম্মতৌ ।
নিযুদ্ধকুশলৌ শ্রুত্বা রাজ্ঞাহূতৌ দিদৃক্ষুণা ॥ ৩২ ॥

হে নন্দসূনো—হে নন্দপুত্র; **হে রাম**—হে রাম; **ভবন্তৌ**—তোমরা দু'জন; **বীর**—বীর দ্বারা; **সম্মতৌ**—স্বীকৃত; **নিযুদ্ধ**—মল্লযুদ্ধে; **কুশলৌ**—সুনিপুণ; **শ্রুত্বা**—তা শ্রবণ করে; **রাজ্ঞা**—রাজা; **আহূতৌ**—আহ্বান করছেন; **দিদৃক্ষুণা**—দর্শন অভিলাষী।

অনুবাদ

[চাণূর বলল—] হে নন্দপুত্র, হে রাম, তোমরা দুজনে বীরগণ দ্বারা মল্লযুদ্ধে সুনিপুণ বলে সম্মানিত। তোমাদের শক্তির কথা শ্রবণ করে রাজা স্বয়ং তা দর্শন করতে চেয়ে এখানে তোমাদের আহ্বান করেছেন।

শ্লোক ৩৩

প্রিয়ং রাজ্ঞঃ প্রকুর্বত্যঃ শ্রেয়ো বিন্দন্তি বৈ প্রজাঃ ।
মনসা কর্মণা বাচা বিপরীতমতোঽন্যথা ॥ ৩৩ ॥

প্রিয়ম্—আনন্দ; **রাজ্ঞঃ**—রাজার; **প্রকুর্বত্যঃ**—বিধান করা; **শ্রেয়ঃ**—মঙ্গল; **বিন্দন্তি**—অর্জন করে; **বৈ**—অবশ্যই; **প্রজাঃ**—প্রজা; **মনসা**—তাদের মন; **কর্মণা**—তাদের

কর্ম; **বাচা**—তাদের বাক্য দ্বারা; **বিপরীতম্**—বিপরীত; **অতঃ**—এর; **অন্যথা**—অন্যথা।

অনুবাদ

প্রজাগণ, যারা তাদের মনন, কর্ম ও বাক্যের দ্বারা রাজার আনন্দ বিধানের চেষ্টা করে, তারা নিশ্চিতরূপে মঙ্গল লাভ করে, কিন্তু যারা তা করতে ব্যর্থ, তারা বিপরীত ফল ভোগ করে।

শ্লোক ৩৪

নিত্যং প্রমুদিতা গোপা বৎসপালা যথাস্ফুটম্ ।
বনেষু মল্লযুদ্ধেন ক্রীড়ন্তশ্চারয়ন্তি গাঃ ॥ ৩৪ ॥

নিত্যম্—সর্বদা; **প্রমুদিতাঃ**—অত্যন্ত আনন্দিত; **গোপাঃ**—গোপগণ; **বৎস-পালাঃ**—গোবৎসপালক; **যথা-স্ফুটম্**—সুস্পষ্টত; **বনেষু**—বিভিন্ন বনে; **মল্লযুদ্ধেন**—মল্লযুদ্ধ; **ক্রীড়ন্তঃ**—ক্রীড়াচ্ছলে; **চারয়ন্তি**—চারণ করে; **গাঃ**—গাভীরা।

অনুবাদ

এটা সর্বজ্ঞাত যে, গোপবালকেরা সর্বদা আনন্দিত ভাবে তাদের গোবৎস পালন করে এবং বিভিন্ন বনে যখন তাদের পশুরা চারণ করে, তখন বালকেরা ক্রীড়াচ্ছলে একে অপরের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে।

তাৎপর্য

দুই ভ্রাতা কিভাবে মল্লযুদ্ধে সুনিপুণ হয়ে উঠেছেন, চাণূর এখানে তা বর্ণনা করছে।

শ্লোক ৩৫

তস্মাদ্ রাজ্ঞঃ প্রিয়ং যূয়ং বয়ং চ করবাম হে ।
ভূতানি নঃ প্রসীদন্তি সর্বভূতময়ো নৃপঃ ॥ ৩৫ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **রাজ্ঞঃ**—রাজার; **প্রিয়ম্**—প্রীতিজনক; **যূয়ম্**—তোমরা দু'জনে; **বয়ম্**—আমরা; **চ**—ও; **করবাম হে**—সম্পাদন করি; **ভূতানি**—সকল জীব; **নঃ**—আমাদের প্রতি; **প্রসীদন্তি**—প্রসন্ন হবে; **সর্ব-ভূত**—সর্ব জীব; **ময়ঃ**—স্বরূপ; **নৃপঃ**—রাজা।

অনুবাদ

সুতরাং রাজা যা চাইছেন তা করা যাক। যেহেতু রাজাই সর্বভূত স্বরূপ, তাই প্রত্যেকেই আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে।

শ্লোক ৩৬

তন্নিশম্যাব্রবীৎ কৃষ্ণো দেশ কালোচিতং বচঃ ।
নিযুদ্ধমাত্মনোঽভীষ্টং মন্যমানোঽভিনন্দ্য চ ॥ ৩৬ ॥

তৎ—তা; নিশম্য—শ্রবণ করে; অব্রবীৎ—বললেন; কৃষ্ণঃ—শ্রীকৃষ্ণ; দেশ—স্থান; কাল—এবং সময়; উচিতম্—উপযুক্ত; বচঃ—বাক্য; নিযুদ্ধম্—মল্লযুদ্ধ; আত্মনঃ—নিজের; অভীষ্টম্—আকাঙ্ক্ষিত; মন্যমানঃ—বিবেচনা করে; অভিনন্দ্য—স্বাগত জানালেন; চ—এবং।

অনুবাদ

এই কথা শ্রবণ করে মল্লযুদ্ধে লড়তে ইচ্ছুক শ্রীকৃষ্ণ স্থান ও কালের উপযুক্ত বাক্যে উত্তর প্রদান করে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে স্বাগত জানালেন।

শ্লোক ৩৭

প্রজা ভোজপতেরস্য বয়ং চাপি বনেচরাঃ ।
করবাম প্রিয়ং নিত্যং তন্নঃ পরমনুগ্রহঃ ॥ ৩৭ ॥

প্রজাঃ—প্রজা; ভোজ-পতেঃ—ভোজ রাজার; অস্য—তার; বয়ম্—আমরা; চ—ও; অপি—যদিও; বনে-চরাঃ—বনে ভ্রমণ করি; করবাম—আমরা অবশ্যই সম্পাদন করব; প্রিয়ম্—তার আনন্দ, নিত্যম্—সর্বদা; তৎ—তা; নঃ—আমাদের জন্য; পরম্—পরম; অনুগ্রহঃ—অনুগ্রহ স্বরূপ।

অনুবাদ

[শ্রীকৃষ্ণ বললেন—] বনবাসী হলেও আমরা ভোজ রাজারই প্রজা। আমরা অবশ্যই তার আকাঙ্ক্ষা সন্তুষ্ট করব, কারণ তা আমাদের জন্য পরম অনুগ্রহ স্বরূপ।

শ্লোক ৩৮

বালা বয়ং তুল্যবলৈঃ ক্রীড়িষ্যামো যথোচিতম্ ।
ভবেন্নিযুদ্ধং মাঽধর্মঃ স্পৃশেন্মল্লসভাসদঃ ॥ ৩৮ ॥

বালাঃ—বালক; বয়ম্—আমরা; তুল্য—সমান; বলৈঃ—বলশালী; ক্রীড়িষ্যামঃ—ক্রীড়া করব, যথা উচিতম্—উপযুক্ত ভাবে; ভবেৎ—হওয়া উচিত; নিযুদ্ধম্—মল্ল যুদ্ধ; মা—না; অধর্মঃ—অধর্ম; স্পৃশেৎ—স্পর্শ করে; মল্ল-সভা—মল্ল সভার; সদঃ—সভ্যগণকে।

অনুবাদ

আমরা বালক মাত্র এবং সমশক্তি সম্পন্নদের সঙ্গেই ক্রীড়া করা উচিত। মল্লযুদ্ধের ক্রীড়া ন্যায়সঙ্গত হওয়া উচিত যাতে মাননীয় দর্শকবৃন্দের অধর্ম স্পর্শ না করে।

শ্লোক ৩৯

চাণূর উবাচ

ন বালো ন কিশোরস্ত্বং বলশ্চ বলিনাং বরঃ ।
লীলয়েভো হতো যেন সহস্রদ্বিপসত্ত্বভৃৎ ॥ ৩৯ ॥

চাণূরঃ উবাচ—চাণূর বলল; **ন**—না; **বালঃ**—বালক; **ন**—না; **কিশোরঃ**—কিশোর; **ত্বম্**—তুমি; **বলঃ**—বলরাম; **চ**—এবং; **বলিনাম্**—বলবান; **বরঃ**—শ্রেষ্ঠ; **লীলয়া**—ক্রীড়া রূপে; **ইভঃ**—হাতীকে; **হতঃ**—বধ; **যেন**—যার দ্বারা; **সহস্র**—সহস্র; **দ্বিপ**—হস্তীর; **সত্ত্ব**—শক্তি; **ভৃৎ**—বহনকারী।

অনুবাদ

চাণূর বলল—মহাবলশালী তুমি ও বলরাম শিশুও নও অথবা এমন কি কিশোরও নও। শেষ পর্যন্ত সহস্র হস্তীর বল সম এক হস্তীকে তুমি ক্রীড়াচ্ছলে বধ করেছ।

শ্লোক ৪০

তস্মাদ্ ভবদ্ভ্যাং বলিভির্যোদ্ধব্যং নানয়োঽত্র বৈ ।
ময়ি বিক্রম বার্ষ্ণেয় বলেন সহ মুষ্টিকঃ ॥ ৪০ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **ভবদ্ভ্যাম্**—তোমাদের দু'জনের; **বলিভিঃ**—বলশালীদের সঙ্গে; **যোদ্ধব্যম্**—যুদ্ধ করা উচিত; **ন**—হবে না; **অনয়ঃ**—অধর্ম; **অত্র**—এখানে; **বৈ**—নিশ্চিতরূপে; **ময়ি**—আমার প্রতি; **বিক্রম**—(প্রদর্শন কর) তোমার শক্তি; **বার্ষ্ণেয়**—হে বৃষ্ণি বংশজ; **বলেন সহ**—বলরামের সঙ্গে; **মুষ্টিকঃ**—মুষ্টিকের (যুদ্ধ হওয়া উচিত)।

অনুবাদ

অতএব তোমাদের দুজনেরই উচিত বলশালী যোদ্ধাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা। হে বৃষ্ণিবংশজ, যদি তুমি আমার বিরুদ্ধে তোমার শক্তির প্রদর্শন কর এবং বলরাম মুষ্টিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, সেখানে অবশ্যই কোন অধর্ম হবে না।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'কুবলয়াপীড় বধ' নামক ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।